স্থদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রগতিশীল

দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিঃ

সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক — (ক্লিয়ারিং সুবিধাযুক্ত)

নির্ভয়ে টাকা আমানতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

জঙ্গিপুর, হেড অফিস—দিনাজপুর

সেন্‌ট্রাল অফিস—১১ ক্লাইভ রো, কলিকাতা

শাখাসমূহ—জলপাইগুড়ি, পার্ব্বতীপুর, ভবানীপুর (কলিকাতা), রায়গঞ্জ, রাজসাহী, আলীপুর ডুয়ার, রামপুরহাট। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (কলিকাতা), গাইবান্ধা ও দুবরাজপুর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—রায় সাহেব যতীন্দ্রমোহন সেন

Ex. M. L. C.

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহু পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত

পক্ষাঘাতের তৈল ঔষধ

এক মাস ব্যবহারোপযোগী তৈল ঔষধের মূল্য ১৬৲ ষোল টাকা

চ্যবনপ্রাশ /১ সের ১০৲ মকরধ্বজ ১ তোলা ৬৲

দশভুজা ঔষধালয়

মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ও গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্ট্রীকৃত

কবিরাজ শ্রীশোরান্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন

(প্রেসিডেণ্ট ইউনিয়ন বোর্ড, ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান ডি, এস, বোর্ড)

মণিগ্রাম বাসন্তীতলা, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—২৩শে পৌষ বুধবার ১৩৫৩ ইংরাজী 8th Jan. 1947 | ৩৩শ সংখ্যা

আপনার

কম খরচার খাজাঞ্চী

ঢাকুরিয়া ব্যাঙ্কিং

করপোরেশন লিমিটেড

হেড অফিস

২১-এ, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন: কলিকাতা ১৭৪৪ টেলিগ্রাম: ষ্ট্রংরুম

শাখাসমূহ

ঢাকুরিয়া, সাউথ ক্যালকাটা, ক্যানিং, কোন্নগর, রামপুরহাট, বারহারওয়া, সাহিবগঞ্জ, (এস, পি), রঘুনাথগঞ্জ, আওরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ), সোনারপুর।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার

ডি, এন, চ্যাটার্জি এফ, আর, ই, এস (লণ্ডন)

ব্যয় নহে—সঞ্চয়

জীবনবীমা ব্যয় নহে—সঞ্চয়। আপনার অর্জ্জিত অর্থ ইহাতে পরহস্তগত হয় না, পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্যই ইহা সঞ্চিত থাকে। বৃদ্ধ বয়সে জীবন যাহাতে সচ্ছলভাবে চলিয়া যায়—ইহা তাহারই প্রস্তুতি; আপনার অবর্ত্তমানেও যাহাতে প্রিয় পরিজনকে কষ্টভোগ করিতে না হয় ইহা তাহারই সুচারু ব্যবস্থা। সময় থাকিতে দুঃসময়ের জন্য সাবধান হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

জীবনের এই অবশ্য কর্ত্তব্য পালনে সহায়তা করিবার জন্য "হিন্দুস্থানের" কর্ম্মিগণ সর্ব্বদাই প্রস্তুত। হেড অফিসে পত্র লিখিলে, কিংবা স্থানীয় প্রতিনিধির সহিত দেখা করিলে প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুরূপ বীমাপত্রের পরামর্শ পাইবেন।

নূতন বীমা—১৯৪৫

১২ কোটী টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস: কলিকাতা

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
মূল্য ছয় পয়সা
পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে পৌষ বুধবার সন ১৩৫৩ সাল

পৌষ উল্লাস

পৌষ মাস বাঙলায় সব চেয়ে চরম সুখের মাস। সেই জন্য সুখ দুখের তুলনামূলক প্রবাদ প্রচলিত আছে :—

"কারো পৌষ মাস, কারো সর্ব্বনাশ"

পৌষ মাসকে বাঙলায় লক্ষ্মীমাস বলে। গ্রীষ্মে রোদে পুড়ে' বর্ষায় জলে ভিজে কৃষককুল ধান্যের চাষ আবাদ করে, এই পৌষ মাস তাদের সেই কঠোর সাধনার ধন লক্ষ্মীস্বরূপা ধান্য ঘরে আসে, সম্বৎসরের গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনা দূর হয়, এই জন্য বাঙলায় গৃহস্থের ঘরে ঘরে উৎসব হয়। এই উৎসবকে পৌষ পার্ব্বণ বলে। আজ বাঙলায় সে দিন নাই; তবুও মাঠে বা বাগানে অবস্থা ভেদে পোলাও, ভাত, খিঁচুরী রেঁধে অনেকে বন্ধুবান্ধব নিয়ে প্রীতিভোজন করে। এই ভোজনের নাম—দ্বাপর যুগের অবতার—হলধর বলরাম, গোপালক শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি রাখালগণের বনে অন্ন ভোজন করার নাম অনুসারে "বনভোজন" নাম দেওয়া হয়। পৌষ মাসের আনন্দ বা উল্লাস ব'লে পৌষ-উল্লাসের অপভ্রংশ পৌষালী, পোষালো বা পোষারী নামও বলতে শোনা যায়। এই উৎসব বা আনন্দ বাঙলার হিন্দুর পর্ব্ব হইলেও—এক বাঁচনে বাঁচা, এক মরণে মরা যাদের নিত্যধর্ম্ম সেই হিন্দু ও মুসলমান কৃষক ও রাখাল বালকগণ গ্রাম্য ও বর্ষার হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ফল—ধান পেয়ে সমানে আনন্দ করতো। গোপালক রাখালগণ বাড়ী বাড়া ছড়া ব'লে চাল, ডাল, তরকারী সংগ্রহ ক'রে মাঠে ভাত বা খিচুরী রেঁধে খাওয়া দাওয়া হৈ চৈ করে পৌষ মাসের আনন্দ বা উল্লাস প্রকাশ করতো। আমরা স্থানান্তরে রাখালদের পৌষ-উল্লাসের ছড়া প্রকাশ করলাম। বাঙলায় সে আনন্দের দিন আবার ফিরে আসবে কি না তা' ভবিতব্যই জানে।

বহরমপুরে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী

মুর্শিদাবাদ জেলা কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী আগামী ৩০শে জানুয়ারী হইতে লালদীঘির উত্তর ধারে বিরাট ময়দানে উদ্বোধন হইবে। মুর্শিদাবাদ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও রায় বাহাদুর অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, বি, ই, যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

প্রচার, অর্থ, সাজসজ্জা, আমোদ প্রমোদ, জনস্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ের বিভিন্ন কমিটি গঠিত হইয়াছে।

প্রদর্শনীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বিশেষ তৎপরতা সুরু হইয়াছে।

ব্যবসায়ীর বিদ্যোৎসাহিতা

রঘুনাথগঞ্জের নব কল্পিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে যে কয়েকটী শ্রেণীর পাঠ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ছাত্রগণের স্থান সঙ্কুলান হইবার মত ঘরের অভাব। রঘুনাথগঞ্জ নিবাসী ব্যবসাদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ সাহা মহাশয় নিজের বাসের জন্য একখানি সুন্দর দ্বিতল বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বহুদিন ভাড়ার ঘরে বাস করিয়া এইবার নিজস্ব বাসগৃহ প্রস্তুত করিয়া পুত্রপৌত্রাদি সহ সেই বাড়ীতে অচিরে গৃহপ্রবেশ ক্রিয়া সমাপন করিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিবেন—এই সংকল্প করিয়াছিলেন। সাহাজী স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের এই অসুবিধার কথা শুনিয়া স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া ৫।৬ মাসের জন্য তাঁর সাধের নবনির্ম্মিত বাড়ীখানি ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। মা লক্ষ্মীর কৃপা সাহাজীর পৈত্রিক সম্পদ হইলেও তাঁহার এই ত্যাগ বিশেষতঃ মা সরস্বতীর উপাসক ছাত্রগণের প্রতি এই অনুকম্পা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমরা তাঁহার ধনে পুত্রে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কৃপা লাভ হউক এই কামনা করি।

পৌষলার ছড়া

জঙ্গিপুরের গ্রাম্য রাখালগণ (হিন্দু মুসলমান) পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হইয়া নিম্নলিখিত ছড়া বলিয়া বাড়ী বাড়া ঘুরিয়া চাল, ডাল, বড়ি, পয়সা সংগ্রহ করিত। একজন মূল গায়েন হয়ে (সর্দ্দার পড়োর নামতা বলার মত) আগে আগে বলে যেতো, অন্য সকলে দোহারকী করে তাই পুনরুল্লেখ করতো। আজ যদিও সে দিন নাই তবুও আমরা আধুনিকগণের অবগতির জন্য সেই লুপ্তপ্রায় ছড়া সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম—

কাণা কড়ি কাণা কড়ি ঝুম্মুর বাজে,
বাজুক ঝুম্মুর, লাজুক তাল,
এই ঘরখান জগৎ মাল
জগৎ মালের ঘরখানিরে,
সোনা বাঁধা পাঁচখানিরে
হাঁস লেখো হাসাম্বর,
পাইরা লেখো বত্তিশ জোড়,
বত্তিশ জোড়ে হাম শুয়া,
হামার খেরু (খেলোয়াড়) খায় গুয়া,
গুয়া খায় কচমচ, পান খায় পিক্ ফেলায়।
পিক ফেলাতে লাগলো হুলী,
কে কে যাবি ভিকনটুলি,
ভিকনটুলির কালাপানি
মা চাইতে পুত রাণী,
পুত গেলো তোর আলে ডালে,
মা গেলো মারচের ডালে,
মরিচ গাছে আল্ ঝাল্,
তাতে পড়লো গুটিক চাল
গুটিক চালে ঠুনুক বাজে,
তা শুনে পহোর‍্যা (প্রহরী) জাগে,
এ পহোর‍্যা লড় চড়,
তোকে দিব ডাহিন কর, (ডা'ন দিক)
ডাহিন করে সোনার গুটি
ধন দে মাধবের বেটি
ধন দে, যাই বেড়াতে,
ও সোনার ফুল যোগাতে,
ও সোনার কর কি ?
সোনার লাঙ্গল বাঁইধ্যাছি।
সোনার লাঙ্গল রূপার ফাল
গাই বলদে জুড়নু হাল
এক পাক, দু'পাক আড়াই পাকে এসেছি
তাতেই লাঙ্গল ভেঙোছ।

হাল থো, পাচনি থো,
কান্‌টার (বাড়ীর পেছন) পিছু হাত পা ধো।
হাত পা ধুয়ে খাবি কি ?
কেটে আন্ মালতির পাত,
তাতেই দিব আম্বল ভাত।
আম্বল ভাত কচুর মুড়া
তা খেয়ে মাতিল বুড়া
বুড়া বলে ভাই রে,—
পথ ছেড়ে দে বাহির যাই।
বাহির যেতে শিকা লড়ে
ঝুরঝুরিয়ে টাকা পড়ে
একটা টাকা পাইরে—
বাইন্যার দোকান যাইরে।
বাইন্যার দোকানে ঘুঘুর বাসা,
বাইন্যা দেখালে তিন তামাসা।
বল ভাই শিব্বো,
এক সের চাল লটা বড়ি লিব্বো।
যে দিবে আড়ি আড়ি,
তার হবে পাকা বাড়ী।
যে দিবে কুলা কুলা,
তার হবে দুয়ারে গোলা।
যে দিবে পাই পাই (পোয়া)
তার হবে লালচাঁদ ভাই।
যে দিবে মুঠি মুঠি,
তার হবে কাণ কাটা বেটী।

(প্রাপ্ত)

জঙ্গিপুর সংবাদের সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

মহাশয়, নিম্নলিখিত সংবাদটী আপনার পত্রিকায় ছাপাইয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি বিনীত—শ্রীপার্ব্বতীচরণ রায়।

আলোক নিকেতনের বর্ষোৎসব

গত ১লা জানুয়ারী জঙ্গিপুর মহকুমার ব্রাহ্মণটুলি গ্রামস্থ 'আলোক নিকেতন' নামক পাঠাগারের বাৎসরিক উৎসব মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে পত্রপুষ্পা কীর্ণ সভাপতির আসনটী মনোরম সজ্জায় সজ্জিত হইয়া উপস্থিত সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। তদঞ্চলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রাচীনতম ঋত্বিক ও সাহিত্যরসামোদী শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ঘোষ মহাশয় উক্ত উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। সভাস্থলে পল্লীবাসী হিন্দু মুসলমান সকলেই সমবেত হইয়া উৎসব-সভার সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করেন। পল্লীবাসী বালক, বালিকা ও যুবকগণের আবৃত্তি গীত, নৃত্য ও বক্তাগণের মানব-জীবনে পাঠাগারের উপকারিতা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতাদি বড়ই উপভোগ্য হইয়াছিল। সর্ব্বোপরি সভা-পতি মহাশয়ের বাঙলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের রসময় বর্ণনাভঙ্গী সকলের মনোহরণ করে। উৎসব শেষে ব্রাহ্মণটুলি নিবাসী শ্রীযুক্ত উমাচরণ দাস বি-এ, মহাশয় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে চা-পানে আপ্যায়িত করেন।

বস্ত্র বিতরণ

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর প্রত্যেক মহল্লার নাচার, অক্ষম, গরীবদের মধ্যে বিনামূল্যে কিছু কম্বল, লুঙ্গি, গেঞ্জি ইত্যাদি বিতারত হইবে। মহল্লার কমিশনর বাবুরা যাহাকে এই দান প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচনা করিবেন, তাহারাই এই দান পাইবে। বস্ত্রের যে অভাব তাহাতে অনেক সদ্‌গৃহস্থেরও জানু-ভানু-কৃশানুর (জঙ্ঘা, রৌদ্র ও অগ্নির) আশ্রয় লইয়া শীত নিবারণ করিতে হইতেছে। যে কমিশনরকে কাঙাল বাছাই করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে, তিনি প্রমাদ গণিতেছেন। বিনামূল্যে শীত নিবারণ হইবে শুনিয়া বহু উলঙ্গ, অর্দ্ধ উলঙ্গ মেয়ে পুরুষ তাঁহার করুণা উদ্রেকের জন্য কাতরোক্তি করিতেছে। গুন্‌তির দ্রব্য দানের সুপারিশ করিতে হইলে অনেককেই হতাশ করিতে হইবে। কমিশনর সুপারিশ করার ফলে পাইবেন—পক্ষপাতিত্ব দোষ, ছুচোকো আখ্যা, রক্তমারী অভিসম্পাত। বাস্তবিকই দাতা ও দানগ্রাহীর মধ্যে থাকিয়া যাহা প্রাপ্য হয় তাহা এবম্বিধ।

সহযাত্রীর উপর বিশ্বাসের ফল

হাওড়া ষ্টেশনে মাল উধাও

শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ চট্টোপাধ্যায় (বয়স ১৬ বৎসর) গ্রাম বাগাটী পোঃ মগরা হইতে সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন—গত ১৩-১২-৪৬ তারিখ শুক্রবার নীল রঙ্গের র‍্যাগ জড়ান একটি ছোট বিছানার বাণ্ডিল বেঙ্গল টাইম সকাল ৯টা ৫ মিনিটে হ, আই, রেলের হাওড়া ষ্টেশনে ২নং প্লাটফরমে বর্দ্ধমান লোক্যাল ট্রেণে যাইবার উদ্দেশ্যে কোন ভদ্র-লোকের নিকট রাখিয়া এনকোয়ারী অফিসে যাই। তখনই ফিরিয়া আসিয়া দেখি বেঙ্গল টাইম ৯টা ১১ মিঃ এ ৪নং প্লাটফরম হইতে বর্দ্ধমান লোক্যালখানা ছাড়িয়া গেল। আর আমার বিছানার বাণ্ডিল ও সেই ভদ্র-লোকটিও নাই। ভদ্রলোকটি বলিয়াছিলেন, তিনি শেওড়াফুলী যাইবেন। বাণ্ডিলটি ফেরৎ পাইলে বাধিত হইব।

---

১০ দশ নম্বর বেকুব

—:০:—

১। বেকুব নম্বর এক—
যিস্ কো দো জেনানা দেখ্।

২। বেকুব নম্বর দুই—
রাস্তা কিনার মে ভুঁই।

৩। বেকুব নম্বর তিন—
ঋণ করকে দেয় ঋণ।

৪। বেকুব নম্বর চার—
মোদীসে লেয় ধার।

৫। বেকুব নম্বর পাঁচ—
বর্ত্তন কিনে কাঁচ।

৬। বেকুব নম্বর ছয়—
ভায়ীসে জুদা হয়।

৭। বেকুব নম্বর সাত—
মায়ী কে না দেয় ভাত।

৮। বেকুব নম্বর আট—
ক্ষেতমে বুনে পাট।

৯। বেকুব নম্বর নয়—
ধরম কো নাহি ভয়।

১০। বেকুব নম্বর দশ—
আওরৎ কো যো বশ।

মাত্র ৩৲ তিন টাকায় ১২টী রবার ষ্ট্যাম্প
ডাক মাশুল লাগে না।
প্রাপ্তিস্থান ঃ—পণ্ডিত প্রেস, রঘুনাথগঞ্জ।

STAMPED.
ORIGINAL.
REFUSED.
FILED.
DUPLICATE.
BOOK-POST.
URGENT.
CANCELLED.
ANSWERED.
PAID.
COPIED.
REGISTERED

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৹ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵৹ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১৹ আনা, বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

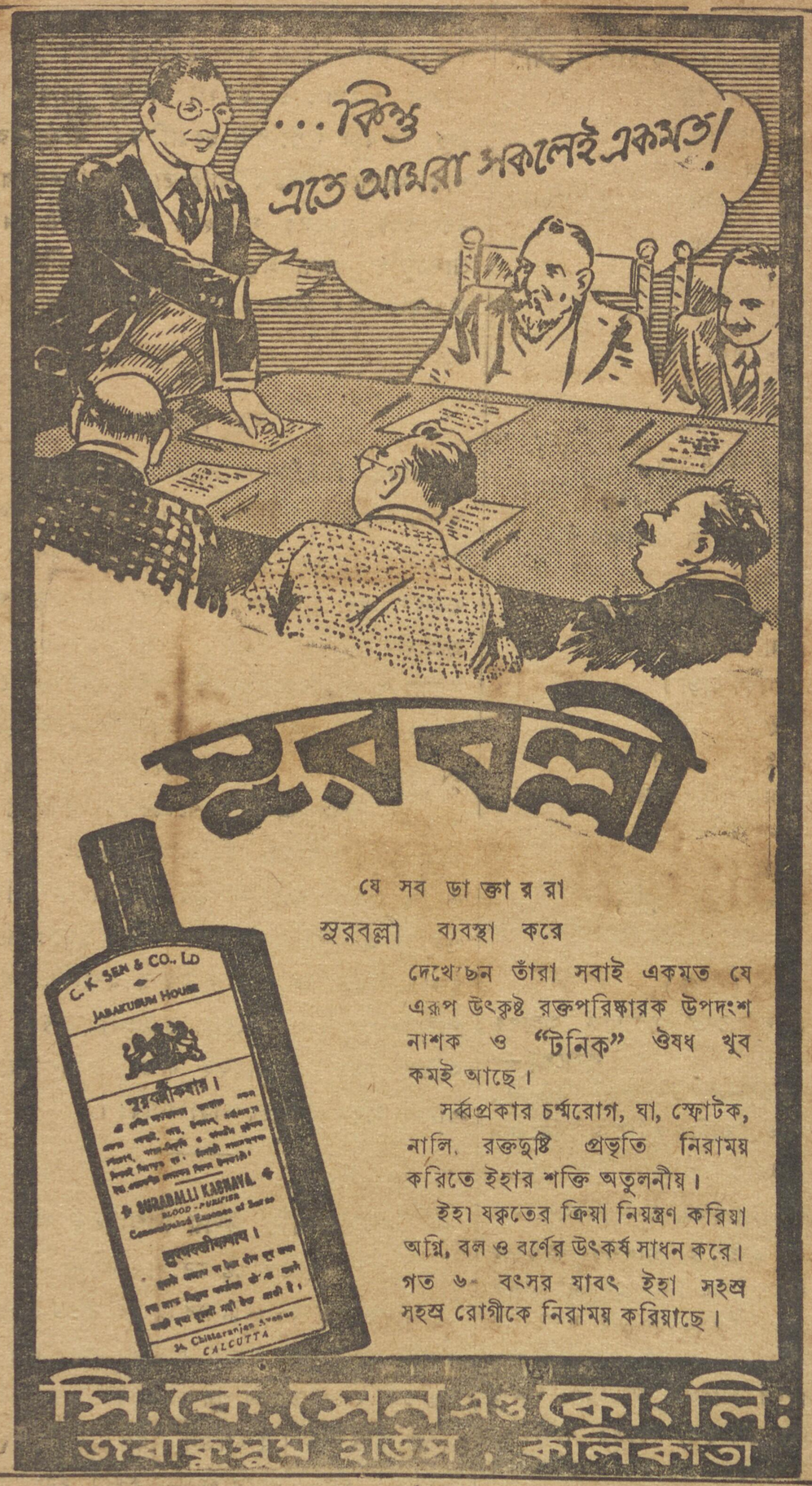

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১॥৹ টাকা। নগদ মূল্য ৴৹ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা (আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি জন্তুর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাতে রক্ত-আমাশয় ও কানের পূঁজ আরোগ্য হয়

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়" রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ